FQH - 28

সালাতের সুন্নত

সালাতের সুন্নাত সমূহকে; সহজে মনে রাখার স্বার্থে সালাতের বিভিন্ন পজিশনের সাথে সূত্রবদ্ধকরে সাজানো হয়েছে।

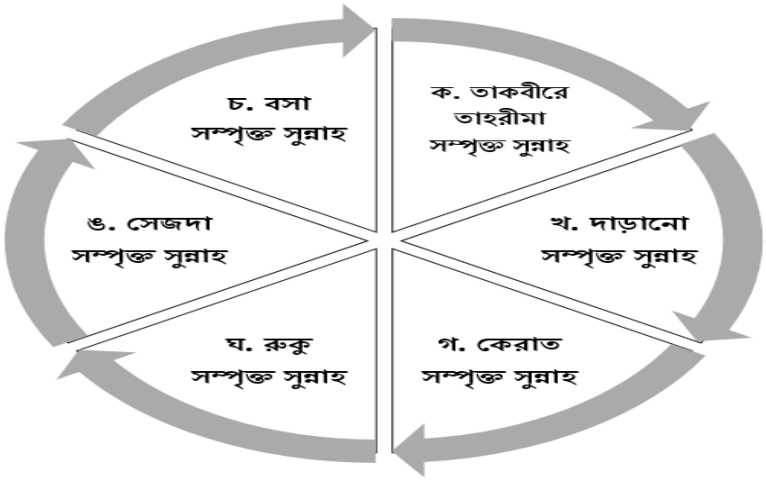

ক. তাকবীরে তাহরীমা সম্পৃক্ত সুন্নত

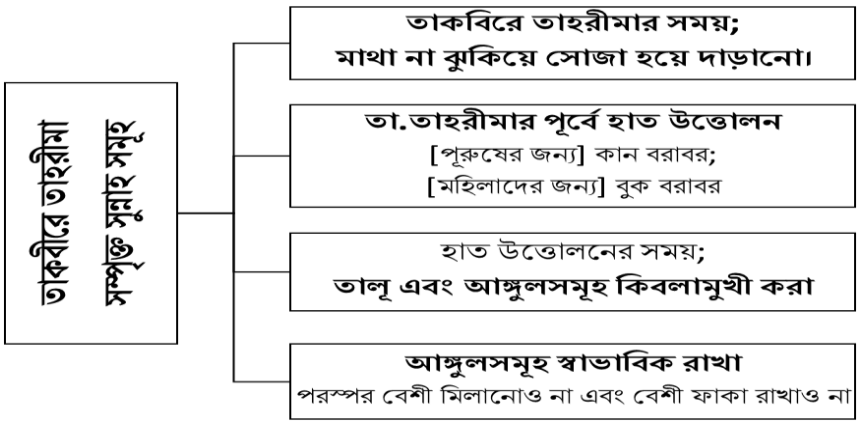

❑ **[ফিকহে হানাফি অনুযায়ী পুরুষদের জন্য] তাকবিরে তাহরিমার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো সুন্নত।**

ক. ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ **فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ**- ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

''আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রাসূলুলাহ (সা.) এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি দেখাব। তিনি বলেন, (তা হচ্ছে এরূপঃ) রাসুলুল্লাহ (সা.) ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে স্বীয় **দু'হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করেন।** অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ও জোড়া আঁকড়ে ধরেন।'' সনদ সহীহ- আবু দাউদ 727/নাসাঈ 889 /মুসনাদে আহমদ 3/318

❑ **[ফিকহে হানাফিতে] মহিলাদের কাধ পর্যন্ত উঠানো সুন্নত।**

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন,

يا وائل بن حجر !إذا صليت؛ فاجعل يديك حذاء أذنيك، والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها.

“হে ওয়ায়েল! যখন তুমি সালাত পড়বে তখন তোমার দুই হাত কান বরাবর উঠাবে। আর নারী তার হাত উঠাবে বুক পর্যন্ত।”
আলমুজামুল কাবীর’ তবরানী, হাসান- হাদীস ২৮

মহিলাদের সালাতের সুন্নত পদ্ধতি

সালাফদের কিছু উলামা; মনে করেন, নারী-পুরুষদের সালাতের পুরুষ-মহিলাদের সালাতের কোন পার্থক্য নেই। সেই সাথে; সালাফদের অপর অংশের উলামাদের মতে; পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্যের কথা তারা বলেন। মূলত, নবী সা., সাহাবা ও তাবেয়িদের যুগ থেকেই এ পার্থক্য চলে আসছে। **নারী-পুরুষের সালাতের মধ্যকার এই পার্থক্যসমূহ; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, সাহাবা ও তাবঈনদের; হাদীস-আছার সহ ফিক্বহের চার ইমামদের মতের [মাযহাব] দ্বারা প্রমাণিত এবং স্বতসিদ্ধ একটি বিষয়।** পরবর্তীতে চার ইমামের সবাই মহিলাদের সালাতের পার্থক্য মেনে নিয়েছেন। তাদের কেউই এ পার্থক্যকে অস্বীকার করেননি। সংশ্লিষ্ট স্থানে আমরা সেসব হাদিস-আছার উল্লেখ করবো; ইনশাল্লাহ।

তাছাড়া [বায়োলজিক্যালি] সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষের দৈহিক সুস্পষ্ট কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। সৃষ্টিগত এ পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন কাজের বিষয়ে ইসলাম নারী-পুরুষের বিধানেও কিছু পার্থক্য রেখেছে। যেহেতু দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচাড়া করে সালাত আদায় করতে হয় সেহেতু নারী-পুরুষের সালাতের বিধানেও রয়েছে বেশ কিছু পার্থক্য। আর সব পার্থক্যের ভিত্তি হচ্ছে পর্দা।

এক নজরে; যে সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষদের পার্থক্যের কথা তাঁরা বলেন

প্রধানতম দুটি পার্থক্য	
পুরুষ	**মহিলা**
সালাতের স্থানে; পুরুষ মসজিদে সালাত আদায় করবেন এবং জামাতে সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা।	পক্ষন্তরে মহিলাদেরকে ঘরে সালাত আদায় করার প্রতি রাসূল সা. উৎসাহিত করেছেন।
সালাতের পোশাকে; পূরুষদের জন্য টুপি ছাড়াও সালাত হয়ে যাবে।	কিন্তু মহিলাদের জন্য হিজাব বা বড় ওড়না ছাড়া সালাত হবে না।
সালাতের পদ্ধতিগত পার্থক্য	
পুরুষ	**মহিলা**
আযান-ইকামাত সহ জামাতের সাথে; সালাত পড়বেন।	মহিলারা আযান-ইকামাত ছাড়া সালাত পড়বেন।
সালাতে যথা নিয়মে শব্দ করে বা আস্তে করে সূরা পড়বেন।	সর্বাবস্থায় শব্দ করে সূরা-তাকবির বলবেন না, বরং নিঃশব্দে পড়বেন।
সালাতের শুরুতে হাত উঠানোর সময় হাত উঠাবেন কান পর্যন্ত এবং হাত রুমালের বাহিরে রাখবেন।	মহিলারা দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবেন এবং ওড়নার বাইরে বের করবেন না।
ফিকহে হানাফি অনুযায়ী নাভির নিচে হাত বাধঁবেন।	মহিলারা বুকের ওপর হাত বাঁধবেন।

ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কবজি; জড়িয়ে ধরবেন।	ডান হাত দিয়ে বাম হাত জড়িয়ে ধরবেন না বরং শুধু বাম হাতের পিঠের ওপর ডান হাত রেখে দেবেন।
রুকুতে কোমর, পিঠ এবং মাথা বরাবর (ফ্লাট) সোজা করবেন।	সামান্য নত হবে, শুধু হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছলেই যথেষ্ট।
রুকুতে হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে হাঁটু ধরবেন। এবং হাটুকে আকড়ে ধরবেন।	হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে হাঁটু ধরবেন না। বরং আঙ্গুলগুলো পরস্পর মিলিতভাবে হাঁটুর ওপর রেখে দেবেন।
প্রসস্ততার সাথে সিজদা করবেন।	জড়োসড়ো হয়ে সিজদা করবেন।
পা থেকে কোমর উঁচু রাখবেন।	কোমর উঁচু করে রেখে সিজদা করবেন না।
সিজদাতে পেট, উরু, কনুই এবং বাহু প্রত্যেক অঙ্গ আলাদা আলাদা রাখবেন; যাতে একটির সাথে অপরটি না স্পর্শ করে।	সিজদাতে পেট উরুর সঙ্গে লাগিয়ে রাখবেন। কনুই মাটিতে বিছিয়ে রাখবেন। বাহু শরীরের সঙ্গে লেগে থাকবে। হাঁটুর কাছাকাছি সিজদা করবেন। দু'পা ডান দিকে বের করে রাখবেন।
বাম পায়ের ওপর বসবেন এবং ডান পা খাড়া রাখবেন।	বসার সময়ও দুই পা ডান দিকে বের করে দিবেন এবং নিতম্বের ওপর বসবেন।

খ. দাড়াঁনো সম্পৃক্ত সুন্নত

দাড়ানো সম্পৃক্ত সুন্নাহসমূহ

- **দাড়ানো অবস্থায় দু পা স্বাভাবিক রাখা**
  [পুরুষের জন্য] চার আঙ্গুল
  [মহিলাদের] জন্য দু পা মিলিয়ে
- **ডান হাত; বাম হাতের উপর রাখা;**
  [হানাফী ফিক্বহ মতে]
  [পুরুষের জন্য] নাভীর নিচে-
  [মহিলাদের] জন্য বুকের উপর
- **ডান হাতের তালু, বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা; বাম হাতের কব্জির উপর; হালকা ভাবে ধরে রাখা.**

ডান হাত বাম হাতের কব্জির ওপর রাখার দলীল

ক. ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ- ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ

‘‘আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রসূলুলাহ (সা.) এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি দেখাব। তিনি বলেন, (তা হচ্ছে এরূপ) রাসুলুল্লাহ (সা.) ক্বিবলাহ্‌মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে স্বীয় দু’হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজের ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ও জোড়া আঁকড়ে ধরেন।’’ সনদ সহীহ- আবু দাউদ 727/নাসাঈ 889 /মুসনাদে আহমদ 3/318

খ. হযরত সাহল ইবনে সাদ রা. বলেন,

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

লোকদেরকে আদেশ করা হত, পুরুষ যেন সালাতে ডান হাত **বাম বাহুর** ওপর রাখে’’ সহীহ বুখারী ১০৪ সহীহ মুসলিম ১৭৩

বর্ণিত হাদীসে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। তাহলো **উক্ত হাদীসে ডান হাত বাম হাতের বাহুর ওপর রাখতে বলা হয়েছে। ডান হাতের বাহু বাম হাতের বাহুর ওপর রাখতে বলা হয় নি।**

উল্লেখিত হাদীসে যিরা এর সঠিক ব্যাখ্যা-

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহি. [আশ-শাফেয়ী] এর ব্যাখ্যা:

উক্ত হাদীসের যিরা শব্দের ব্যাখ্যায় বিশ্ব বরেণ্য হাদীস বিশারদ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহি. বলেন-

أبهم موضعه من الذراع وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وا لرسغ والساعد وصححه بن خزيمة وغيره

অর্থাৎ ‘‘বাহুর কোন জায়গায় রাখতেন সেটা এই হাদীসে অস্পষ্ট। আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণিত ওয়াইল রা. এর হাদীসে বলা হয়েছে: অত:পর তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের তালুর পিঠ, কব্জি ও বাহুর ওপর রাখলেন। ইবনে খুযায়মা রাহি. প্রমুখ এটিকে সহীহ বলেছেন।’’ ফতহুল বারী ২/২৭৫

অনুরূপভাবে বাম কব্জির ওপর ডান হাত রেখে দু'আঙ্গুল দ্বারা চেপে ধরা সুন্নাত। একাধিক সহীহ হাদীস দ্বারা এ আমল প্রমাণিত। চার মাযহাবের সকল ইমাম ও আলিম এটাকেই সুন্নাত পদ্ধতি আখ্যা দিয়েছেন।

[ফিকহে হানাফীতে পুরুষদের জন্য] নাভির নিচে হাত বাধার দলীল

ক. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.

‘আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সালাতে ডান হাত বাম হাতের ওপর নাভীর নীচে রেখেছেন’’

মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, সনদ সহীহ-৩৯৫১।

খ. মৌখিক বর্ণনায় হাত বাঁধার মূল প্রসঙ্গ যত পরিষ্কারভাবে এসেছে কোথায় বাঁধতেন তা সেভাবে আসেনি। আসার প্রয়োজনও হয়নি। কারণ সবাই হাত বাঁধছেন। কোথায় বাঁধছেন তা সবার সামনেই পরিষ্কার ছিলো। কাজেই তা মুখে বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়নি। **যে সুন্নত কর্মে ও অনুসরণে ব্যাপকভাবে রয়েছে তা মৌখিক বর্ণনায় সেভাবে নেই। এ ধরনের ক্ষেত্রে পরের যুগের লোকদের জন্য সাহাবা-তাবেয়ীনের আমল ও ফতোয়া সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁরা ঐ সময়ের কর্ম ও অনুশীলনের প্রত্যক্ষদর্শী।**

সালাতে হাত বাঁধার সুন্নতর ওপর সাহাবা-তাবেয়ীন কীভাবে আমল করেছেন-এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী রাহি. (২৭৯ হি.) বলেন-

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع عندهم.

''অর্থাৎ আহলে ইলম সাহাবা-তাবেয়ীন ও তাঁদের পরবর্তী মনীষীগণ এই হাদীসের ওপর (ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরা) আমল করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, সালাতে ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখতে হবে। **তাঁদের কেউ নাভীর ওপর হাত রাখার কথা বলতেন, আর কেউ নাভীর নিচে রাখাকে (অগ্রগণ্য) মনে করতেন। (তবে) দুটো নিয়মই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল।**'' তিরমিযী ১/৩৪

খ. তাবেয়ী আবু মিজলায লাহিক ইবনে হুমাইদ রাহি. (মৃত্যু:১০০ হি.-এর পর) সালাতে কোথায় হাত বাঁধবে; এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন,

قال : يضع باطن كف يمنيه على ظاهر كف شماله ويجعلها أسفل من السرة.

'ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার পিঠের ওপর নাভীর নিচে রাখবে'' মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস:৩৯৬৩] [এই রেওয়ায়েতের সনদ সহীহ

গ. বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম ইবরাহীম নাখায়ী রাহি.ও (মৃত্যু :৯৬হি.) এই ফতোয়া দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সালাতে ডান হাত বাম হাতের ওপর নাভীর নিচে রাখবে' মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা,হাদীস: ৩৯৬০

ঘ. ইমাম বুখারী [রাহি.] এর উস্তায; ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহি. (২৩৮ হি.) বলেছেন,

تحت السرة أقوى في الحديث تحت السرة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضع

'নাভীর নিচে হাত বাঁধা রেওয়ায়েতের বিচারে অধিক শক্তিশালী এবং ভক্তি ও বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী'

তাই ফিকহে হানাফীতে উপরোক্ত দুই নিয়মের মাঝে নাভীর নিচে হাত বাঁধার নিয়মটি রেওয়ায়েতের বিচারে অগ্রগণ্য দেয়া হয়েছে।

সারসংক্ষেপ: সালাতে হাত বাঁধা সুন্নত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক সাহাবী তা বর্ণনা করেছেন। এই সুন্নতর ব্যবহারিক রূপ খাইরুল কুরূনে কী ছিল তা সাহাবা-তাবেয়ীনের আমল ও ফতোয়া এবং সে যুগ থেকে চলে আসা 'আমলে মুতাওয়ারাছ' [ধারাবাহিক আমল] দ্বারা প্রমাণিত, যা ইবাদত-বন্দেগীর সঠিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ও শক্তিশালী সূত্র। এ সূত্রে সালাতে হাত বাঁধার দু'টি নিয়ম পাওয়া যায় : নাভীর নিচে হাত বাঁধা ও নাভীর ওপর (বুকের নীচে) হাত বাঁধা। দু'টো নিয়মই আহলে ইলম; সাহাবা-তাবেয়ীনের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল, যা ইমাম তিরমিযী রাহি. জামে তিরমিযীতে বর্ণনা করেছেন। তাই পরবর্তীতে জুমহূর ফকীহ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ দুই নিয়ম গ্রহণ করেছেন। এভাবে উম্মাহর তাওয়ারুছ ও ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে সালাতে হাত বাঁধার যে নিয়ম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পৌঁছেছে তা উল্লেখিত হাদীস সমূহেরই ব্যবহারিক রূপ। এ কারণে পরবর্তী যুগে বিচ্ছিন্ন কোনো প্রান্তিকতায় পৌছা; এবং কাদা ছুড়াছুড়ি করা; হাদীসের তাহরীফ ও অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটি আহলুস সুন্নত ওয়াল জামাআহ এর নীতি বিরুদ্ধও বটে; উম্মাত আজ হাজারো সমস্যা সম্মুখীন। কুফরী শক্তি সামরিকভাবে আজ একের পর এক মুসলিম দেশ ধ্বংস করে চলছে। আমাদের উচিৎ আল-ওয়ালা ওয়াল বারা' এর মূলনীতিকে মানদন্ড করে সেসব ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সে অনুরোধ রেখে এখানে এ বিষয়ের ইতি টানছি। আল্লাহ আমাদের সহীহ বুঝ দান করুন।

মহিলাদের জন্য বুকে হাত বাধার দলীল

عن وائل بن حجر قال : جئت النبي صلى الله عليه و سلم .....فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا وائل بن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك والمرأة تجعل يديها حذاء ثدييها

হযরত ওয়াইল বিন হুজর রা. বলেন। আমি নবীজী সা. এর দরবারে হাজির হলাম। তখন তিনি আমাকে (অনেক কথার সাথে একথাও) বলেছিলেন যে, হে ওয়াইল বিন হুজর! **যখন তুমি সালাত শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলা হাত উঠাবে বুক বরাবর।**" আল মুজামুল কাবীর, হাসান ; হাদিস নং-২৮

হযরত আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবীর রহঃ লিখেছেনঃ

اما فی حق النساء فاتفقوا علی ان السنة لهن وضع اليدين على الصدر، (السعاية-156/2

আর মহিলাদের ক্ষেত্রে সকলেই ঐক্যমত্ব যে, তাদের ক্ষেত্রে সুন্নত হল তাদের উভয় হাতকে বুকের উপর রাখবে। {আসসিয়ায়াহ-২/১৫৬}

হযরত আতা রহঃ বলেন,

تجمع المرأة يديها فی قيامها ما ستطعت (مصنف عبد الرزاق-137/3

মহিলারা নামাযে দাড়ানো অবস্থায় তাদের হাতকে যতদূর সম্ভব গুটিয়ে রাখবে। {মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক-৩/১৩৭}

মহিলারা বুকের উপর হাত বাঁধবে:

মহিলাগন ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রেখে বুকের উপর হাত বাঁধবে। পুরুষের মত নাভীর নীচে বাঁধবে না।

.

মহিলাদের জন্য শরীয়তের মূলনীতি হলো তারা তাদের শরীরকে এক অঙ্গকে আরেক অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখবে, তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, মহিলা কীভাবে নামায আদায় করবে..? তিনি বললেন খুব জড়সড় হয়ে তাদের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে নামায আদায় করবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১/৩০২)।

.

তাই আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী রহ: বলেন যে, মহিলাদের ব্যপারে সবাই ঐকমত্য পোষন করেছেন যে, তাদের জন্য সুন্নত হল বুকে হাত রাখা। এটাই তাদের জন্য বেশী সতরোপযোগী। (আস সিয়া আ ২য় খন্ড,১৫৬ পৃ:)

.

মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ), যিনি অত্যন্ত উঁচু মাপের মুহাদ্দিস, তিনি বলেনঃ "মহিলাদের জন্য বুকে হাত বাঁধার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পুরো উম্মতে ঐক্যমত্য বা ইজমা রয়েছে।।" [শরহে নিক্বায়া – ১/১৬২]

শাফিঈ ফিক্বহের ব্যাখ্যাকারী মুহাদ্দিস ঈমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেনঃ "নামাযে পুরুষ ও মহিলাদের ভিন্নতা হওয়ার মূল কারণ হল- মেয়েদের সতর বা আওরাহ।। তাই মেয়েদের যাই করতে বলা হত তা ছিল তাদের সতরের জন্য অধিক উপযোগী।।" [বায়হাক্বী – ২/৩১৪]

.

সুতরাং মহিলাদের বুকের উপর হাত বাঁধাটি ইজমা দ্বারা প্রমানিত। এর প্রমাণ সরাসরি কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক শব্দে থেকে তালাশ করা বোকামী বৈ কিছু নয়। আমাদের কাছে দলীল যেহেতু চারটি।

গ. কেরাত সম্পৃক্ত সুন্নত সমূহ

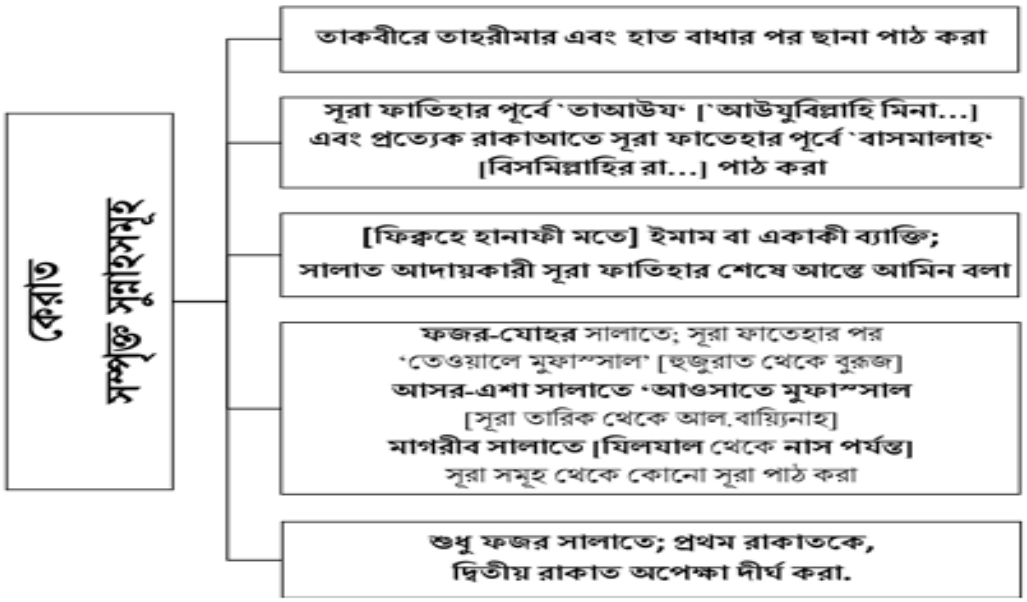

❑ ছানা পড়া।

নবী (সা.) যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন বলতেন,

سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ،وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

"সমস্ত মর্যাদা ও গৌরব আপনারই হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা কেবল আপনারই জন্য, আপনার নামেই সমস্ত বরকত ও কল্যাণ এবং আপনার মর্যাদা অতি উচ্চে। আর আপনি ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই" সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৯৯

❑ আউযুবিল্লাহ পড়া।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

অতএব, যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন।" সূরা নাহল-98

❑ (আস্তে আস্তে) বিসমিল্লাহ পড়া।

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمْ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ {بِبِسْمِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}

''আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং আবু বকর, উমর, ও উসমান (রাঃ)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁদের কাউকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উচ্চস্বরে পড়তে শুনিনি।" নাসাঈ-907

❑ [ফিকহে হানাফী-মালেকী]তে অনুচ্চস্বরে আমীন বলা সুন্নাত।

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর রা. বলেন,

أنّ النبيّ صلعم قرأ غير المغضوبِ عليهم ولاَ الضالين فقال: آمين، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ

''আমি শুনেছি, রাসূল সা. 'ওয়ালাদ্বা-ল্লীন' বলার পর 'আমীন' বলেছেন। **তিনি 'আমীন' শব্দটি নিম্নস্বরে বলেছেন।''** তিরমিযী-২৪৮; সহীহ আবূ দাউদ ৮৬৩

উল্লেখ্য- হযরত সুফইয়ান সাওরী রাহি.কর্তৃক; একই সাহাবী ওয়ায়েল ইবনে হুজর কর্তৃক আরেকটি হাদিস বর্ণিত আছে, যেখানে وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ [নিজের কণ্ঠস্বর দীর্ঘ করলেন] মর্মে রেওয়ায়াত এসেছে।

- **ইবনুল কাইয়্যিম রাহি. বলেন,**

و هذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله و لا من تركه و هذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه

''এটা 'ইখতিলাফে মুবাহর' [উত্তম-অনুত্তম বিষয়ক মতানৈক্য] অন্তর্ভুক্ত, যেখানে কোনো পক্ষেরই নিন্দা করা যায় না। যে কাজটি করছে তারও না, যে করছে না তারও না। এটা সালাতে রাফয়ে ইয়াদাইন করা ও না-করার মতোই বিষয়'' যাদুল মাআদ ১/৭০, মিসর ১৩৬৯ হি., কুনূত প্রসঙ্গ

মোটকথা, এ বিষয়ে মুজতাহিদ ইমামগণ দলীলের আলোকেই; পরস্পর- পরস্পরের মাঝে ইখতিলাফ করেছেন; প্রত্যেকেরই দলীল রয়েছে। দলীলের আলোকে তারা একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন; আর এভাবে বড়-বড় সাহাবা রাযি. কর্তৃক [উভয় পদ্ধতির ওপর] আমল দ্বারা যুগ-যুগ যাবত উম্মাহের ধারাবাহিক আমল হয়ে আসছে; তাই প্রান্তিকতায় পৌছে; এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি মোটেই কাম্য নয়।

- **ফজর-যোহর সালাতে;** সূরা ফাতেহার পর 'তেওয়ালে মুফাস্সাল' [হুজুরাত থেকে বুরূজ] **আসর-এশা সালাতে 'আওসাতে মুফাস্সাল** [সূরা তারিক থেকে আল.বায়্যিনাহ] **মাগরীব সালাতে** [যিলযাল থেকে নাস পর্যন্ত] সূরা সমূহ থেকে কোনো সূরা পাঠ করা।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন,

ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لرجل كان أميراً على المدينة قال سليمان وصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الركعتين الأوليين من العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.

''আমি সালাতে [কেরাতের ক্ষেত্রে] নবী সা. সালাতের সদৃশ কেরাত পাঠ করতে কাউকে দেখিনি; সেই ব্যক্তি থেকে; যিনি মদীনার আমির ছিলেন; সুলাইমান রাহি. বলেন; আমি তার পিছনে সালাত পড়েছি; তিনি যোহরের প্রথম দু রাকাআতের কেরাত দীর্ঘ করতেন; আসরের প্রথম দু-রাকাআতের কেরাতে কিছুটা হালকা করতেন [ওয়াসতে মুফাস্সাল] এবং মাগরীবের সালাতের প্রথম দু রাকাআতে ছোট কেরাত [কিসারে মুফাস্সাল] পড়তেন। এশার প্রথম দু রাকাআতে মধ্যম [ওয়াসতে মুফাস্সাল] কেরাত পড়তেন; এবং ফজর সালাতে [তিওয়ালে মুফাস্সাল] লম্বা কেরাত পড়তেন।'' সুনানুল কুবরা-3911

- **জুমআর দিন; ফজরের সালাতে নিম্নোক্ত দুই সূরা পাঠ করা সুন্নত।** হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন,

كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الجُمُعَةِ فِي صَلاَةِ الفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وَ هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ.

রাসূলুল্লাহ সা. জুমআর দিন ফজরের সালাতে প্রথম রাকাআতে الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ (সূরা আলিফ লাম মীম সিজদাহ) এবং দ্বিতীয় রাকাআতে هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ (সূরা দাহর) পড়তেন। সহীহ বুখারী ৮৯১, ১০৬৮, সহীহ মুসলিম ৮৭৯

❑ **বিতির সালাতের কেরাআতের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূরা পাঠ করা সুন্নাত।**

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা রা. বলেন-

أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

রাসূলুল্লাহ সা. বিতরের সালাতে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (সূরা আ'লা), قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (সূরা কাফিরূন) এবং قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (সূরা ইখলাছ) তিলাওয়াত করতেন। সুনানে নাসাঈ, হাদীস ১৭৩১; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫৩৫৪

❑ **[ফজর সালাতে] প্রথম রাকাআতকে; দ্বিতীয় রাকাআত অপেক্ষা দীর্ঘ করা.**

ক. হাম্মাম রাহি. বর্ণনা করছেন-

وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ .

রাসূলূল্লাহ (সা.) দ্বিতীয় রাক'আতের তুলনায় প্রথম রাক'আত কিছুটা দীর্ঘ করতেন। তিনি ফজর ও 'আসর 'সালাতও অনুরূপ করতেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম/আবু দাউদ 799

খ. 'আবদুল্লাহ ইবনে আবূ ক্বাতাদাহ (রহঃ) থেকে তাঁর পিতার থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى .

''আমাদের ধারনা, নবী (সা.) প্রথম রাক'আত হয়ত এজন্যই দীর্ঘ করতেন যাতে লোকেরা প্রথম রাক'আত থেকেই জামা'আতে শরীক হওয়ার সুযোগ পান।'' আবু দাউদ 800

উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিষয়গুলি হলো; মাসনূন কেরাতের ন্যূনতম পরিমাণ। এর চেয়ে বেশি পড়া হলে তাও ভালো। কিন্তু ইমামের জন্য শর্ত হল এক্ষেত্রে মুসল্লীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা। এ ব্যাপারে নবীজী সা. স্পষ্ট সতর্ক করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةِ

''তোমাদের কেউ যখন লোকেদের নিয়ে সালাত আদায় করে সে যেন তা সংক্ষিপ্ত করে। কেননা এসব লোকের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যস্ত লোকও থাকতে পারে।'' মুসলিম 935

।। বিবিধ ।।

কেরাত সংশ্লিষ্ট আরো কিছু মাসআলা

❑ উত্তম হল, এক রাকাআতে পূর্ণ সূরাই তিলাওয়াত করা। তবে এক সূরাকে দুই রাকাআতে ভাগ করে পড়া জায়েয, এমন করা মাকরূহ নয়। হাদীস ও আছার থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বাদায়েউস সানায়ে ১/৪৮২

❑ কোনো বড় সূরার শেষ থেকে যদি মুস্তাহাব পরিমাণ তিলাওয়াত করা হয়, তাহলে তাও ঠিক আছে; মাকরূহ নয়। প্রথম রাকাআতে এক সূরার শেষ থেকে পড়লে এবং দ্বিতীয় রাকাআতে অন্য সূরার শেষ থেকে পড়লে তাও জায়েয আছে। সহীহ বক্তব্য অনুসারে এভাবে পড়া মাকরূহ নয়। ফাতাওয়া খানিয়া ১/১৬১; ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৭৮

❑ প্রথম রাকাআতে কোনো দীর্ঘ সূরার অংশবিশেষ তিলাওয়াত করা; আর দ্বিতীয় রাকাআতে কোনো পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত করা; এটাও বৈধ। মাকরূহ নয়। সাহাবায়ে কেরামের আমলে এর নজির পাওয়া যায়। ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৭৮

❑ প্রথম রাকাআতে কোনো দীর্ঘ সূরার মাঝখান থেকে অংশ বিশেষ পাঠ করা; এবং দ্বিতীয় রাকাআতে অন্য কোনো দীর্ঘ সূরার মাঝখান থেকে অথবা শেষ থেকে অংশবিশেষ তিলাওয়াত করাও বৈধ, মাকরূহ নয়। ফাতাওয়া আলমগীরী ১/৭৮

ঘ. রুকু সম্পৃক্ত সুন্নত

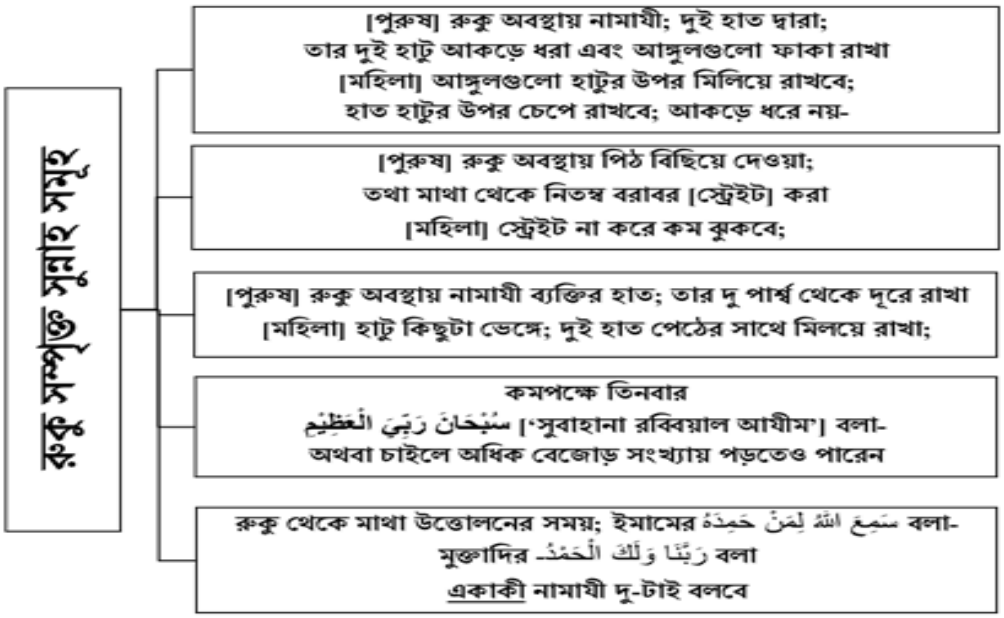

- ❑ **রুকুতে উভয় হাটু আকড়ে ধরা।**
- ❑ **রুকুতে পুরুষের জন্য উভয় হাতের আঙ্গুল ফাঁকা রাখা। আর মহিলার জন্য মিলিয়ে রাখা।**

সালিম আল-বার্‌রাদ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,

أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ فَصَلَّى صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي .

''একদা আমরা 'উক্ববাহ ইবনে 'আমির আল-আনসারী (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম, আমাদেরকে রাসুলুল্লাহর (সা.) সালাত সম্পর্কে অবহিত করুন। তখন তিনি আমাদের সামনে মাসজিদে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহু আকবার বলে সালাত আরম্ভ করলেন। তিনি রুকূতে স্বীয় দু'হাত দু'হাঁটুর ওপর রাখেন এবং তাঁর আঙ্গুলগুলো হাঁটুর নীচের অংশে রাখেন আর দু'হাতের কনুইদ্বয় ফাঁকা রাখেন, এমতাবস্থায় শরীর স্থির হয়ে যায়। এরপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলে সোজা হয়ে দাঁড়ান। অতঃপর আল্লাহু আকবার বলে সিজদাহ্‌তে যান এবং দু'হাতের কনুইদ্বয় ফাঁকা রেখে এমনভাবে সিজদাহ্ করেন যে, তাঁর সমস্ত শরীর স্থির হয়ে গেলো। অতঃপর সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠিয়ে স্থিরভাবে বসেন। তিনি আরো এক রাক'আত অনুরূপভাবে আদায় করেন। এভাবে তিনি চার রাক'আত সালাত আদায় করার পর বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.) কে এভাবেই সালাত আদায় করতে দেখেছি।'' আবু দাউদ 863

- **[পুরুষ] রুকুতে পিঠ থেকে কোমর অবধি সোজা রাখা**

আবূ মাসউদ আল-বাদ্‌রী (রাঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

''যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদাহেত পিঠ সোজা করে না, তাঁর সালাত যথেষ্ট নয়।'' আবু দাউদ 855

মহিলাদের রুকুর পদ্ধতি

মহিলাগণ রুকুর সময় পুরুষদের মত পূর্ণাঙ্গ ঝুঁকবে না। বরং উভয় হাত হাটুতে রাখবে। কিন্তু জড়োসড়ো হয়ে পুরুষদের চেয়ে কম ঝুঁকবে।

আয়শা বিনতে সা'দ থেকে বর্ণিত,

أَنَّهَا كَانَتْ تُفْرِطُ فِي الرُّكُوعِ تَطَأْطُؤًا مُنكَرَاً ، فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ : إِنَّمَا يَكْفِيك إِذَا وَضَعْت يَدَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك.

''তিনি রুকুতে খুব বেশী ঝুঁকতেন যা দৃষ্টি কটু। অতঃপর হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রা. তাকে বললেন: তোমার দুই হাত হাঁটুতে রাখলে তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।'' ইবনে আবী শাইবা-২/৪৫২, হাদীস নং- ২৫৯২

- **রুকুতে [কমপক্ষে তিনবার] ''সুবহানা রব্বিয়াল আযীম বলা।**

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ

''যখন তোমাদের কেউ রুকূতে গিয়ে যেন কমপক্ষে তিনবার বলে ''সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম'' এবং সিজদায় গিয়ে যেন তিনবার বলে ''সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা'' আর এটাই সর্বনিম্ন পরিমাণ।'' আবু দাউদ ৮৮৬

বি.দ্র- উপরোক্ত দোআ ছাড়াও; রুকু-সিজদা অবস্থায় অনেক মাসনূন [সুন্নত] দোআ হাদিসে বর্ণিত; সেগুলির যে কোনটিই পাঠ করাও যেতে পারে।

- **একাকী সালাত পাঠকারির জন্য রুকু থেকে উঠার সময় ''সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদা ও ''রাব্বানা লাকাল হামদ বলা। ইমামের জন্য শুধু ''সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলা আর মুক্তাদির জন্য শুধু ''রাব্বানা লাকাল হামদ'' বলা।**

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত,নবী সা. বলেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

''ইমাম এজন্যই বানানো হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। অতএব সে যখন আল্লাহু আকবার বলে তোমরাও 'আল্লাহু আকবার' বল। সে যখন সিজদাহ্ করে তোমরাও সিজদাহ্ কর।সে যখন হাত উঁচু করে দাঁড়ায় তোমরাও হাত উঁচু করে দাঁড়াও। সে যখন 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ'' বলে, তোমরা তখন 'রাব্বানা- ওয়া লাকাল হামদ'' বলা।'' সহীহ বুখারী-795/ মুসলিম 807

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি সা. বলেন,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

''ইমাম ''সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্'' বললে তোমরা বলবেঃ ''আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ'' কেননা যার এ উক্তি ফেরেশতাদের উক্তির সাথে একই সময়ে উচ্চারিত হবে, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। সহীহ বুখারী ও মুসলিম।[1]

বি.দ্র- [ফেক্বহে হানাফী-মালেকী তে] রাফঈ ইদাইন [রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার পর; প্রথম তাকবীরের মতো হাত কান পর্যন্ত উঠানো] সুন্নাত নয়; অন্যান্য ফেক্বহে তা সুন্নাত।

এক্ষেত্রে [ফিকহে হানাফীর] ভিত্তি হচ্ছে নিম্নোক্ত কিছু হাদিস

ক. আলকামা র. বলেন,

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন,

أَلاَ أُصَلِّى بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ فِي أول

''আমি কি তোমাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের মত সালাত পড়বনা? একথা বলে তিনি সালাত পড়লেন, এবং তাতে শুধু প্রথম বারই হাত তুললেন।'' সনদ-সহীহ, হাসান/আবূ দাউদ, ৭৪৮, তিরমিযী ২৫৭,

খ. হযরত বারা ইবনে আযিব রা. থেকে বর্ণিত:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود.

''রাসূলুল্লাহ সা. সালাত শুরু করার সময় কানের কাছাকাছি হাত তুলতেন। এরপর আর কোথাও হাত তুলতেন না।'' সনদ-সহীহ/ আবূ দাউদ ৭৫২

রাফঈ ইদাইন করা ও না করা; উভয় পক্ষে অধিকাংশ বড় বড় সাহাবী রয়েছেন। আমাদের পূর্বসূরিগণের [সালাফ] যুগেও এ মাসআলা নিয়ে ইখতিলাফ এবং উভয় আমলই চলে আসছে।

ইবনে হাযম জাহিরী আল মুহাল্লা গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ রা.এর হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন

فَلَمَّا صَحَّ أَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَرْفَعُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ ، وَلاَ يَرْفَعُ , كَانَ كُلُّ ذَلِكَ مُبَاحًا لاَ فَرْضًا , وَكَانَ لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ كَذَلِكَ

রাসূলুল্লাহ সা. তাকবীরে তাহরীমার পর প্রত্যেক ওঠা-নামার সময় হাত তুলতেন বলে যখন সহীহ হাদীসে প্রমাণিত, তখন এর সব ধরণই মুবাহ বা বৈধ হবে, ফরয হবে না। আমরা এর যে কোন পদ্ধতি অনুসারেই সালাত পড়তে পারি। আমরা যদি রফয়ে ইয়াদাইন করি তাহলে রাসূলুল্লাহ সা. এর সালাতের মতো আমাদের সালাত পড়া হবে। আর যদি রফয়ে ইয়াদাইন না করি; তবুও রাসূলুল্লাহ সা. এর সালাতের মতো আমাদের সালাত পড়া হবে। মুহাল্লা, ৩ খ., ২৩৫ পৃ.

ঙ. সিজদা সম্পৃক্ত সুন্নত

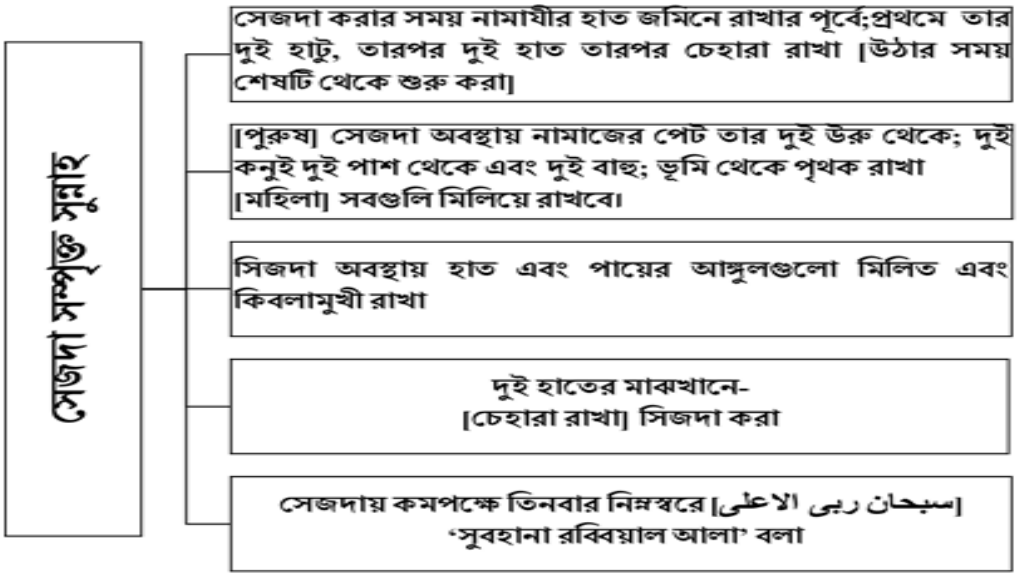

- **সিজদা করার সময় নামাযীর হাত জমিনে রাখার পূর্বে; প্রথমে তার দুই হাটু, তারপর দুই হাত তারপর চেহারা রাখা [উঠার সময় শেষটি থেকে শুরু করা]**

ওয়াইল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছি,

إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

''তিনি যখন সিজদা করতেন তখন মাটিতে হাত রাখার আগে হাঁটু রাখতেন এবং যখন তিনি (সিজদা হতে) উঠতেন তখন হাঁটু উঠানোর আগে হাত উঠাতেন।'' হাসান-তিরমিযী 268

তাই সিজদা থেকে দাঁড়ানোর সময় প্রথমে নামাজির চেহারা তারপর দুই হাত তার পর দুই হাটু উত্তোলন করা সুন্নত।

- **[পুরুষ] সিজদা অবস্থায় সালাতের পেট তার দুই উরু থেকে; দুই কনুই দুই পাশ থেকে এবং দুই বাহু; ভূমি থেকে পৃথক রাখা।**

ক. আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ

''তোমরা সিজদার মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভারসাম্য বজায় রেখে (ঠিকভাবে) সিজদাহ্ করো। তোমাদের কেউ যেন নিজের বাহুদ্বয় কুকুরের মত বিছিয়ে না দেয়।'' মুসলিম 989

খ. আবদুল্লাহ্ ইবনে মালিক (রহঃ) যিনি ইবনে বুহাইনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ.

''নবী (সা.) যখন সালাত আদায় করতেন, তখন উভয় হাত এমন ফাঁক করতেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। লায়স (রহঃ) বলেন, জা'ফার বিন বারী'আ (রহঃ) আমার নিকট এ রকম বর্ণনা করেছেন।'' সহীহ বুখারী 807

গ. মায়মুনাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ .

''নবী (সা.) যখন সিজদাহ্ করতেন, কোন মেষ সাবক ইচ্ছা করলে তাঁর বাহুর ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারত।'' সহীহ মুসলিম 994

[মহিলা] সিজদা অবস্থায়; সবগুলি অঙ্গ মিলিয়ে রাখবে।

ইমাম আবু দাউদ রাহি. তাঁর কিতাবুস সুনানের কিতাবুল মারাসীলে বিখ্যাত ইমাম **ক.** ইয়াযিদ ইবনে আবী হাবীব রাহি. এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন যে,

أن النبى مر على امرأتين تصليان فقال :اذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الارض، فان المرأة ليست فى ذلك كالرجل.

''রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তারা সালাত পড়ছিল। তিনি তাদের বললেন, ''যখন তোমরা সিজদা করবে তোমাদের শরীরের কিছু অংশ, (মানে পিছনের অংশ) মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। কারণ নারী এই বিষয়ে পুরুষের মত নয়।'' মারাসীলে আবু দাউদ, ৮৭; সুনানে কুবরা, বায়হাকী হাদীস ৪০৫৪

খ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত,আল্লাহর রাসূল সা. ইরশাদ করেন,

إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها.

''নারী যখন সালাতে বসবে তখন তার এক উরু অন্য উরুর ওপর রাখবে। আর যখন সিজদা করবে তখন তার পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। আল্লাহ পাক ঐ নারীর দিকে তাকান এবং বলেন, হে ফিরিশতাগণ! আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি''। সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস ৩১৯৯

গ. ইমাম আব্দুর রাযযাক, ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ হলেন ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তায। এই দুই কিতাবে আলী ইবনে আবী তালিব রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, سئل عن صلاة المرأة নারীর সালাত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি বললেন,

إذا سجدت المرأة فلتحتفز ولتلصق فخذيها ببطنها

''নারী যখন সিজদা করবে তখন যেন সে জড়সড় হয়ে সিজদা করে এবং তার দুই উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে।'' মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৫০৭২; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, ২৭৭৭

❑ **সিজদা অবস্থায় হাত এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো মিলিত এবং কিবলামুখী রাখা।** আবি হুমাইদ সা`দী রাযি বর্ণনা করেন,

فإذا سجد، وضع يديه غير مفترش، ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة

''যখন রাসূল সা. সিজদা দিতেন; তখন তিনি হাতের আঙ্গুলগুলি গুটাতেন না এবং পৃথক করতেন না; এবং হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি কিবলার দিকে রাখতেন।'' সহীহ বুখারী. 61/794

❑ **দুই হাতের মাঝখানে [চেহারা রেখে] সিজদা করা।**

ওয়ায়িল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ .

''তিনি নবী (সা.) কে দেখলেন, তিনি সালাত শুরু করার সময় দুই হাত তুললেন এবং তাকবীর বললেন...তিনি যখন সিজদায় গেলেন, দু'হাতের মাঝখানে সিজদাহ্ করলেন। মুসলিম 782

❑ **সিজদায় কমপক্ষে তিনবার নিম্নস্বরে [سبحان ربى الاعلى] 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' বলা।**

উকবাহ বিন আমির আল-জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

فَلَمَّا نَزَلَتْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ "اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ

''যখন নাযিল হয় {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}''তুমি তোমার মহান প্রভুর নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো'' (সূরা আল-আলা ১),তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের বলেন, একে তোমাদের সাজদায় স্থাপন করো।'' ইবনে মাজাহ 887

বি.দ্র- উপরোক্ত দোআ ছাড়াও; রুকু-সিজদা অবস্থায় অনেক মাসনূন [সুন্নত] দোআ হাদিসে বর্ণিত; সেগুলির যে কোনটিই পাঠ করাও যেতে পারে।

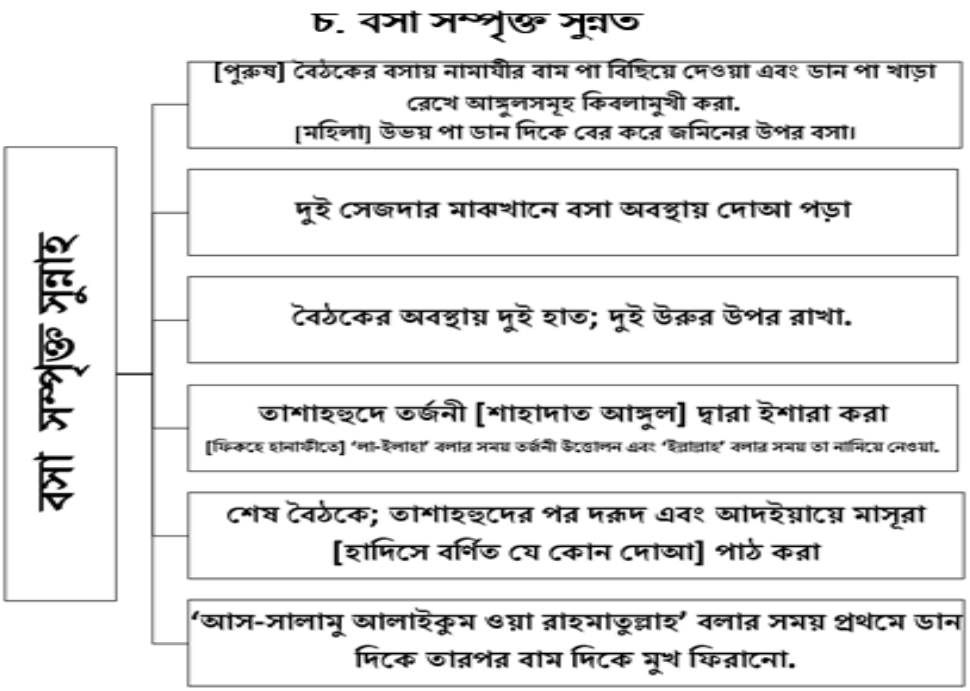

❑ **পুরুষের জন্য নামজে বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা ও ডান পা খাড়া রাখে আঙ্গুলগুলো কেব্লার দিক করে রাখা।**

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ، رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى .

''সালাতের সুন্নাত হচ্ছে, (বসার সময়) তোমার ডান পা খাড়া রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে দেয়া।'' আবু দাউদ 958

মহিলার জন্য উভয় পা ডান দিকে বের করে জমিনের ওপর বসা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন,

إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها.

''নারী যখন সালাতে বসবে তখন তার এক উরু অন্য উরুর ওপর রাখবে। আর যখন সিজদা করবে তখন তার পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে।'' বায়হাকী ৩১৯৯

❑ দুই সিজদার মাঝে বসা অবস্থায় নিম্নোক্ত দোআ পড়া

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي"

''নবী (সা.) দু' সিজদাহ মাঝে এ দু'আ পড়তেন, ''আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়া 'আফিনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুক্বনী'' আবু দাউদ 850

❑ তাশাহহুদে ''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার সময় শাহাদাত (তর্জনি) আঙ্গুল দ্বারা কেবলার দিকে ইশারা করা।

হযরত আমের আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ

''রাসূল সাঃ যখন তাশাহুদ পড়ার জন্য বসতেন, তখন ডান হাতখানা ডান উরুর ওপর এবং বাঁ হাতখানা বাঁ উরুর ওপর রাখতেন। আর শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। এ সময় তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমার সাথে সংযুক্ত করতেন এবং বাঁ হাতের তালু [বাঁ] হাঁটুর রাখতেন।'' সহীহ মুসলিম ১৩৩৬

ফিকহে হানাফী অনুযায়ী আঙ্গুল নাড়ানো ছাড়াই ইশারা করা।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবায়ের রাঃ থেকে বর্ণিত।

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها

''রাসূল সাঃ যখন তাশাহুদ পড়তেন, তখন আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন, কিন্তু আঙ্গুল নাড়াতেই থাকতেন না।'' নাসায়ী ১১৯৩, আবু দাউদ ৯৮৯, মুসনাদে আবী আওয়ানা, ১৫৯৪

❑ শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরুদ শরীফ পড়া।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

''হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ সা. ও তার বংশধরদের প্রতি রহমত নাযিল কর যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের প্রতি, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীত। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদ সা. ও তার বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল কর যেমনটি বরকত দিয়েছিলে ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম ও তার বংশধরদের প্রতি, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানীত।'' সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৭০

(দুরূদ পড়ার পর যে কোনো দুআ, যা নবী [সা.] হতে বর্ণিত,তা পড়তে পারবে। এ দো'আটি পড়া যেতে পারে।

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ

"হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের ওপর অনেক বেশি যুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া কেউই আমার গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। সুতরাং আপনি আপনার নিজ গুনে আমাকে মার্জনা করে দিন এবং আমার প্রতি রহম করুন। আপনি তো মার্জনাকারী ও দয়ালু।" সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮৫১

- **সালাত শেষ করার জন্য সালামের সাথে ডানে-বামে চেহারা ফিরানো।**

আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ . السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

''রাসুলুল্লাহ (সা.) তার ডানে ও বামে এমনভাবে সালাম ফিরাতেন যে, তার দু' গালের শুভ্রতা দেখা যেত। (তিনি বলতেন) আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'' আবু দাউদ 915

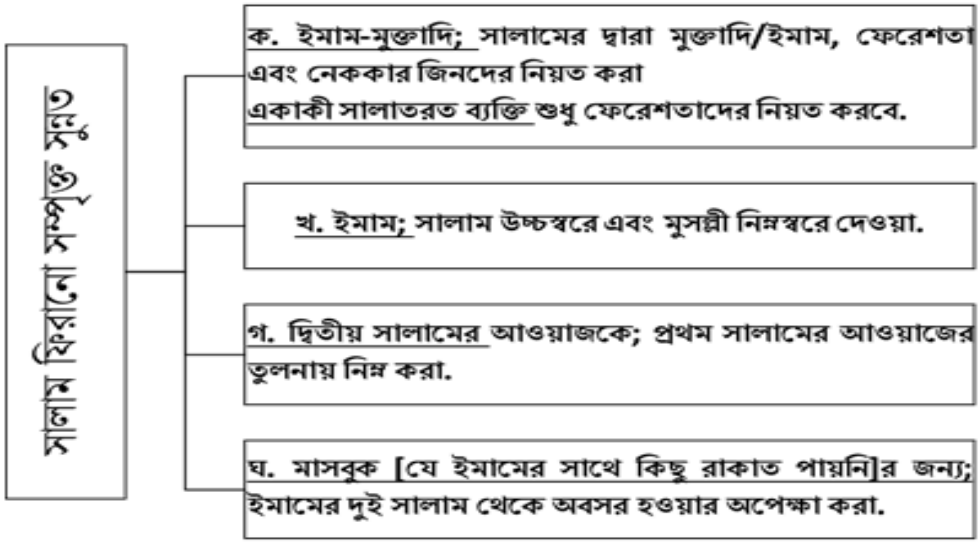

নিম্নোক্ত সুন্নতগুলি; সম্পূর্ণ সালাত জুড়েই প্রযোজ্য

- **সালাতে যথাসম্ভব কাশি; হাই চেপে রাখা।**

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

''সালাতের মধ্যে হাই তোলা শয়তান তরফ হতে হয়ে থাকে। তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন তা ফিরাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে।'' তিরমিযি 370

❑ **এক রোকন থেকে অন্য রোকনে যাবার সময় ‘‘আল্লাহু আকবার বলা।**

মুত্বাররিফ রাহি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي وَقَالَ لَقَدْ صَلَّى هَذَا قِبَلَ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا قِبَلَ صَلاَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

‘‘একদা আমি এবং ‘ইমরান ইবনে হুসাইন ‘আলী ইবনে আবূ তালিব (রাঃ) এর পিছনে সালাত আদায় করি। তিনি সিজদাহ ও রুকু‘কালে তাকবীর বলতেন এবং দু রাকাআত সালাত শেষে (তৃতীয় রাক‘আতের জন্য) উঠার সময় তাকবীর বলতেন। সালাত শেষে প্রত্যাবর্তনকালে ইমরান (রাঃ) আমার হাত ধরে বললেনঃ ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ (সা.) আমাদেরকে নিয়ে যে নিয়মে সালাত আদায় করেছেন তিনিও সে নিয়মেই সালাত আদায় করলেন।’’ বুখারী ও মুসলিম। আবু দাউদ 835